যুগান্তর

তারিখ ... ০৮ ... ২০০৪
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সরকার চাইলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি'র সীমা বেঁধে দিতে পারে

—ড. জাকারিয়া লিংকন, ডিসি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো— যেগুলোর অন্যতম ইবাইস ইউনিভার্সিটি। সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মপরিকল্পনা ও যাবতীয় বিষয় নিয়ে যুগান্তর ক্যাম্পাসের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন ড. জাকারিয়া লিংকন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সেলিম কামাল**

● *আপনার দৃষ্টিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনাময় দিকগুলো কী কী?*

ডিসি : বর্তমানে প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হলে এই বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থী একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো, অন্যদিকে এদের মধ্য থেকে একটি বড় অংশ পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাত। এতে করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যেত। আমাদের দেশের বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার মান বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্রাজুয়েটরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জব মার্কেটসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জায়গা করে নিচ্ছে এবং অবদান রাখছে। দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা অনেক শিক্ষার্থী যাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের কোন সুযোগ ছিল না, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে তারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির ওপর ভর করেই ওইসব শিক্ষার্থী উন্নত বিশ্বে কর্মসংস্থানের অবসর অভিবাসী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে যেমন উপকৃত হচ্ছে, তেমনি করে তাদের পাঠানো রেমিটেন্সের কারণে দেশও অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হচ্ছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের এ ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

● *আপনি কি মনে করেন, বর্তমান সময়ে এত বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণ সংঘটিত হচ্ছে?*

ডিসি : সরকারের আইন অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে বলাটা সমীচীন নয়। তাছাড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তুলতে ৫০-১০০ বছর ধরে বিনিয়োগ করতে থাকলেও এর কাজ শেষ হবে না। তাই এ সেক্টরটি নিয়ে ব্যবসা করা অসম্ভব। কেউ যদি ইউনিভার্সিটির অর্থ আত্মসাৎ করে, তাকে ব্যবসায়ী না বলে আত্মসাৎকারী বলাটা অধিক শ্রেয়।

● *আপনি কি মনে করেন, আমাদের দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি খুবই বেশি। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।*

ডিসি : প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি বেশি এটা বলা যায়। তবে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি বেশি নয়। যেমন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রির জন্য একজন শিক্ষার্থীকে সর্বনিম্ন ১ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত টিউশন ফি দিতে হয়। আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউটরের জন্য কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয় না। পক্ষান্তরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক পাঠদানকারী অনেক কলেজেই মাসে ২-৩ হাজার টাকা, এর সঙ্গে সেশন চার্জ, লাইব্রেরি ফি, উন্নয়ন ফি, পরীক্ষার ফি এবং প্রতি মাসে প্রাইভেট টিউটরের জন্য ১-৫ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হয়। সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন হারে খরচ হলেও একজন শিক্ষার্থীর পেছনে ২ লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়। অতএব আমরা বলতে পারি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন খরচ যেহেতু দেড় লাখ টাকা, সেহেতু সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি বেশি নয়।

● *দরিদ্র ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও মেধাবীদের পুরস্কৃত করার ক্ষেত্রে ইবাইস ইউনিভার্সিটির কোন ভূমিকা আছে?*

ডিসি : ১. ইবাইস ইউনিভার্সিটিতে ৫ ভাগ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। ২. ইবাইস ইউনিভার্সিটি আইসিটি ফাউন্ডেশন ICT শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে। ৩. মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষকদের সন্তানদের মোট বেতনের ২০ ভাগ স্টাইপেন্ড দেয়া হয়। ৪. এসএসসি ও এইচএসসি রেজাল্টের ওপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রীদের মোট বেতনের ৫ থেকে ১০০ ভাগ স্টাইপেন্ড দেয়া হয়। ৫. ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী করে তোলার জন্য মোট বেতনের ১০ ভাগ স্টাইপেন্ড দেয়া হয়।

● *বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয় হ্রাস করার ক্ষেত্রে কি কি প্রস্তাব আপনার রয়েছে?*

ডিসি : সরকার চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি'র একটি সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে পারে।

● *বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগুলোর উপার্জনের একটা বড় অংশ ব্যয় করতে হয় বাড়ি ভাড়ার পেছনে। যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্লট বরাদ্দ দেয় এবং নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরির জন্য সহজ শর্তে ঋণ দেয়, তাহলে কি আপনারা টিউশন ফি হ্রাস করবেন?*

ডিসি : হ্যাঁ, সহজ শর্তে ঋণ দিলে টিউশন ফি হ্রাস করা সম্ভব।

● *আপনি কি মনে করেন, যোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য দেশে মানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন রয়েছে?*

ডিসি : বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা বা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট আমাদের দেশে নেই। তাছাড়া গবেষণা কার্য অর্থাৎ এমফিল, পিএইচডি করার সুযোগও অত্যন্ত সীমিত। এসব সমস্যা সমাধান হওয়া আও প্রয়োজন।

● *বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিয়মিত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। সেগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে পার্টটাইম শিক্ষক দ্বারা যারা বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষক। আপনি কি মনে করেন, তা উভয় ইউনিভার্সিটিতেই শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করে?*

ডিসি : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আইন অনুযায়ী যতটুকু সময় বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পার্টটাইম লেকচার অথবা অন্য প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি করার বিধান রয়েছে তা কঠোরভাবে মানা না হলে উভয় প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

● *বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরির ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা মানা হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?*

ডিসি : একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অবকাঠামো গড়ে তোলা অনেক ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ন্যূনতম দশ থেকে পনের বছর সময় দেয়া প্রয়োজন।